পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের এক মহারথী "যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ্"

জি. এইচ. হাবীব

সংগীতজগতের ইতিহাসে বাখ্ - পরিবারের মতো আকর্ষনীয় এবং চমকপ্রদ অন্য কোনো পরিবার খুব কমই রয়েছে। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে - সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে লুথারের সময় থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বিসমার্কের সময় অব্দি - এই পরিবারের সদস্যরা সংগীতরচনা এবং সংগীতবাদনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই পরিবারটি তার সাতটি প্রজন্মে অন্ততপক্ষে তেপ্পান্ন জন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বা সুরস্রষ্টা উপহার দিয়েছে। এবং জনশ্রুতি রয়েছে যে লোকজন সুরস্রষ্টা বা মিউজিশিয়ান বোঝাতে 'বাখ্' শব্দটি - ই ব্যবহার করতে, ঠিক যেমন মিলিয়নিয়ার বলতে 'রকফেলো'র নামটি ব্যবহার করা হয়। এই পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত সদস্য ছিলেন সুরস্রষ্টা (composer) যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ্। এবং এমন একটি পরিবারে জন্মে তিনি যদি মিউজিশিয়ান না হতেন, সেটাই হতো আশ্চর্যের। তাঁর জন্ম, জার্মানির একটি প্রদেশ থুরিঙ্গিয়ার আইসেনাখে, ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। একই বছর জার্মানির ওই মধ্যাঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্য সংগীতজগতের আরেক দিকপাল জর্জ ফ্রেডরিখ্ হ্যান্ডেল, বাখের জন্মস্থান থেকে প্রায় একশ মাইল উত্তরে, স্যাক্সনির হালে।

বাখের বাবা যোহান অ্যাম্বোসিয়াস ছিলেন তাঁর প্রথম সংগীতশিক্ষক। বাখ্ তাঁর সাংগীতিক জীবনের পুরো সময়টাই কাটিয়েছেন জার্মানিতে -- থুরিঙ্গিয়া এবং স্যাক্সনির মধ্যাঞ্চলের -- যা তাঁর সমসাময়িক কসমোপলিটান শিল্পীদের কেউ করেননি।

স্কুলজীবনেই নিজের সংগীতপ্রতিভার পরিচয় দিতে শু করেন বাখ্। স্কুল শু হতো ভোর ছটায়, এবং বাখের বাবা প্রায়ইতাঁকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সংগীতশিক্ষা দিতেন। ছোটবেলায় স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো ছিল না বাখের, এজন্য প্রায়ই স্কুল কামাই করতে হতো তাঁকে।

কিন্তু জন্মের দশ বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর বাবা এবং মা দুজনকেই হারান। তখন তাঁর পাঠানো হয় ওহ্‌ডুর্ফে, তাঁর বিবাহিতঅগ্রজ অরগানবাদক যোহান ক্রিস্তফের কাছে। ধরে নেওয়াই যেতে পারে, অনুজের সংগীতশিক্ষায় একটা ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু বছরপাঁচেক পর, বাখের বয়স যখন পনেরো, ওহ্‌ডুর্ফের বাড়িতে আর ঠাঁই হলো না তাঁর।

তাঁর অসাধারণ সুন্দর সোপ্রানো (Soprano, উচচ - সপ্তক কন্ঠ বা সেই কণ্ঠের অধিকারী তণ বালক বা নারীকন্ঠ) আগেই সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল। পিতৃমাতৃহীন, এবং এবার অগ্রজেরও স্নেহছায়া - বঞ্চিত, বাখ্‌কে পনেরো বছর বয়েসে হামবুর্গ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে পুনেবার্গে অবস্থিত সেন্ট মাইকেল গির্জার কয়্যারে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। হামবুর্গে তখন যোহান বিন্‌কিন্ নামে এক অতি বিখ্যাত, চমৎকার অরগানবাদক ছিলেন। বাখের খুব ইচ্ছে তাঁর বাদন শোনার। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোচভাড়া জোগাড় করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। অগত্যা কী আর করা। একদিন হেঁটে পাড়ি দিলেন তিনিই এই পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ। কাজটি যে তিনি ওই একবারই করেছিলেন তা কিন্তু নয়; বেশ কয়েকবার সুদীর্ঘ এই পথটুকু হেঁটে গিয়ে তিনি শুনেছেন তাঁর প্রিয় শিল্পীর বাজনা।

এদিকে ধীরে ধীরে তিনি নিজেই কিন্তু অরগান - বাদনের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। এবং থুরিঙ্গিয়ার আর্নস্টাডের একটি গির্জায় যখন একটি নতুন অরগান তৈরি করা হলো, তখন সেটা বাজানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো তাঁ

াকে। তখন অবশ্য তিনি ভাইমার কোর্ট অর্কেস্ট্রাতে বেহালাবাদক হিসেবে কর্মরত; কিন্তু ১৭০৩ সালে আর্নস্ট্যাডে যখন তঁাকে নতুন পদে ডাকা হলোতিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ভাইমার ত্যাগ করে চলে এলেন। এখানে তাঁর কাজের খুব একটা চাপ ছিল না, তাছাড়া অর্থকড়িও পেতেন মন্দ নয়, আর সহচেয়ে বড় কথা, এখানে এসে নিজের সুরসৃষ্টির দিকে নজর দিতে সমর্থ হলেন।

অরগান - বাদন শ্রবণের জন্যে পদব্রজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ঘটনা কিন্তু বাখের জীবনে আরেকজনের বেলাতে হয়েছিল। ইনি হচ্ছেন আরেক বিখ্যাত অরগানবাদক বক্সটাহুডা (Dietrich Bux-te-hu-de, ১৬৩৭ - ১৭০৭); তাঁর নিবাস ছিল লুবেক। তিনি বক্সটাহুডার কাছে কিছুদিন শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, আর তাছাড়া, তিনি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিতি পেতেও আগ্রহী ছিলেন। বাখের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, বক্সটাহুডার এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল, বয়েসে সে ছিল বাখের অনেক বড়। এবং বক্সটাহুডা ঠিক করেছিলেন যে, তাঁর সংগীত - উত্তরসূরির সঙ্গেই এই মেয়েটির বিয়ে দেবেন। কিন্তু বাখ্ তাতে সম্মত হতে পারলেন না। এটা ১৭০৫ সালের ঘটনা। বাখের বয়স তখন কুড়ি।

সেই যাই হোক, বাখের লুবেক সফরটি কিন্তু মোটের ওপর ফলপ্রসূই হয়েছিল বলা চলে। লুবেকের সংগীতজীবন এবং সুরসৃষ্টির উচচমান দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন বাখ্। তিনি অরগান - বাদনে তাঁর নবলব্ধ শৈলী আর্নস্টাডে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই বিষয়টি, আর তাঁর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি কিন্তু তাঁর ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের খুব একটা পছন্দ হলো না। গির্জায় হিম (hymn)বা স্তোত্রসংগীত বাদনের সময় তিনি বড্ড বেশি বৈচিত্র্যসম্পন্ন অদ্ভুত ধরনে বাজান বলে অভিযোগ উঠল। ধর্মসভায় (congregation) অংশগ্রহণকারীরা এ - ধরনের খামখেয়ালি বাদন শুনে অভ্যস্ত নয়, তাঁর বাদন শুনে সেটার সঙ্গে তারা একাত্ম হতে পারে না, হতভম্ব হয়ে পড়ে। এ - যাত্রায় অবশ্য বাখ্ ভর্ৎসনার ওপর দিয়েই পার পেয়ে গেলেন।

তারপরেও চঞ্চল হয়ে উঠল বাখের মন। থুরিঙ্গিয়ার মুল্হাউসেনে একটি বিশেষ পদের প্রস্তাব এসেছিল তাঁর কাছে। কাজটি যেন তাঁর মনের মতোই ছিল অনেকটা। অবশ্য তাঁর এই নতুন পদটি একটি পদোন্নতির মতো হলেও বেতন ছিল আর্নস্ট্যাডে আগে যা ছিল তাই। তিনমাস এই পদে কাজ করার পর বাখ্ তাঁর জ্ঞাতি বোন মারিয়া বারবারাকে বিয়ে করলেন ১৭ অক্টোবর। বাখ্ - বারবারা দম্পতি সাতটি সন্তানের পিতামাতা হয়েছিলেন। সে যাই হোক, মুল্হাউসেনে অবস্থা ততটা সুবিধেজনক হলো না বাখের জন্যে। শহরটি তখন ধর্মীয় বিতর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। একদল লোক বলছে গির্জায় সংগীতের কোনো স্থান নেই। এ- ধরনের কথায় বাখের মতো একজন সুরস্রষ্টার খুশি হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তিনি মনে করতেন, সংগীত এবং আরাধনা একই সম্পূর্ণ জিনিসেরদুটো অংশ। তাছাড়া এইসময় তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থাও হয়ে উঠেছিল সঙ্গিন। ১৭০৮ সালের জুন মাসে বাখ্ কর্তৃপক্ষ জানালেন তিনি আরেকটি পদের প্রস্তাব পেয়েছেন, এবং সে - চাকরিটি গ্রহণ করলে তিনি এখনকার চেয়ে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। তিনি বললেন, 'যদিও এখন আমি খুবই সাধারণভাবে সংসারধর্ম করি, কিন্তু তারপরেও আমার পক্ষে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।' অতএব, ভাইমারে চলে গেলেন তিনি কোর্ট অর্গানিস্ট এবং চেম্বার মিউজিশিয়ান হিসেবে।

ভাইমার ঃ

অষ্টাদশ শতকে ভাইমার নেহাতই একটি ছোট প্রাদেশিক শহর মাত্র। আরো আশি বছর পরেই কেবল শহরটি অর্জন করেছিল প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি, যখন তার বাসিন্দা হিসেবে পেয়েছিল সে গ্যাটে, ভাইল্যান্ড এবং শিলারের মতো মহারথীদের। ১৭১৭ পর্যন্ত সেখানেই রইলেন তিনি। প্রায় একদশক - ব্যাপী এই সময়টাতে তিনি তাঁর নিজের অরগান - বাদনের কলাকৌশলের উন্নতি ঘটালেন। বাদক হিসেবে অর্জন করলেন প্রচুর প্রশংসা। তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত বললেন, 'বাখের পা - জোড়া পেডাল বোর্ডের ওপর এমনভাবে উড়ে চলে যেন ও - দুটোয় ডানা লাগানো আছে।' এখানেই বাখ্ রাজদরবারে পরিবেশনের জন্য আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ক্যানটাটাগুলো রচনা শু করেন। এবং ভাইমারে অবস্থানের একেবারে শেষদিকে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটল তাঁর জীবনে। ১৭১৭ সালে ফরাসি রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের রাজসভার অরগানবাদক জাঁ লুই মারশাঁ (Jean Louis Marchand) ড্রেসডেন সফরে আসেন। বিখ্যাত এই মানুষটির কাজ পছন্দ করতেন বাখ্। কাজেই তিনি গিয়ে হাজির হলেন ড্রেসডেনে, তাঁর বাদন শুনতে। লোকজনের উৎসাহে আরগান

- বাদনের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। বাখ্ বললেন, মারশাঁ তাঁর সামনে যে - কোনো কম্পোজিশন উপস্থিত করতে পারেন, এবং তিনি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই, দেখে দেখেই তা বাজিয়ে শোনাবেন। বলাই বাহুল্য, শারশঁাকেও একই কাজ করে দেখাতে হবে। মারশাঁ রাজি হলেন। প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ উপস্থিত হলে বাখ্ ঠিকই যথাসময়ে হাজির হলেন। কিন্তু মারশাঁর দেখা মিলল না। সেশ পর্যন্ত আর এলেনই না তিনি। এমন একটি বিজয়ে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল বাখের খ্যাতি।

এর আগে বছর তাঁর একটা পদোন্নতি হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু সেটা যখন হলো না, তিনি এবার একটা নতুন পদে যোগ দেবার জন্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। উলটো একটি বিশেষ কারণে স্বৈরাচারী শাসক ডিউক উল্‌হেম তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। শেষ অব্দি অবশ্য তাঁকে কোথেনে আনহাল্ট কোথেনের প্রিন্স লিপল্ডের অধীনে 'কেপলমেইস্টার' হিসেবে চাকরি নেবার অনুমতি দেওয়া হলো। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে বাখ্ - পরিবার ভাইমার ত্যাগের অনুমতি পেলেন।

কোথেনঃ-

কোথেন - বাস বাখের জীবনের একটি গুত্বপূর্ণ পর্ব। ১৭১৭ সালে পর্যন্ত অরগানের জন্যে সংগীত রচনা করেছেন তিনি, সেইসঙ্গে রচনা করেছেন তাঁর ধর্মীয় ক্যানটাটাগুলো। এবার কোথেন রাজদরবারে পাওয়া ইন্সট্রমেন্টাল রিসোর্সগুলো কাজে লাগালেন তিনি। এখানে রচিত তাঁর বেশির ভাগ সংগীতই ছিল সেকুলার। কেলভিনিস্ট প্রিন্স লিপল্ড ধর্মীয় সংগীতের অনুরাগী ছিলেন না। প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত উষ্ণ এবং বন্ধুসুলভ। কোথেনে থাকাকালীনই তিনি ব্র্যান্ডেনবার্গের কাউন্টের অনুরোধে রচনা করেছিলেন ছটি কনচার্টো (concerto), যা অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রায় পুরোটাই পরিশোধ করেছিলেন বাখের সংগীতের স্বরলিপির অনুলিপি তৈরি করে দিয়ে। একটা পর্যায়ে তাঁর হাতের লেখা স্বামীর হাতের লেখার এমনই অনুরূপ হয়ে ওঠে যে, সে - দুটোকে পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তিনি কেবল বাখের স্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন একজন অনুপম সঙ্গী এবং বিস্বস্ত সহকারী।

১৭২২ সালে সম্ভাবনা দেখা দিলো লিপজিগের টমাস স্কুলে একটি চাকরি পাওয়ার। এবং বাখ্‌কে এই শর্তে চাকরিটা দেওয়া হলো যে, তাঁর সংগীত যেন খুব নাটকীয় গুণসম্পন্ন না হয়, এবং তিনি যেন তার কর্মক্ষেত্রে সবার সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন; তাছাড়া এও বলা হলো, তিনি স্কুলের স্কলারদের বিস্বস্ততার সঙ্গে শিক্ষা দেবেন, এমন সংগীত শেখাবেন, যা খুব ভাসা ভাসা নয় আবার খুব আড়ম্বরপূর্ণও নয়। সর্বোপরি স্কুল কাউন্সিল যেন তাঁর কাছ থেকে তাঁর যোগ্য মর্যাদালাভে বঞ্চিত না হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, এই কাউন্সিলের একজন সদস্য ***

*** কোথেন বাখ্ অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন এবং এখানেই তিনি তাঁর চেম্বার মিউজিক রচনা শু করেন, এবং স্বয়ং প্রিন্স তা বাজাতেন। এই সময়টাতে সেকুলার মিউজিক প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে এবং এক্ষেত্রে বাখ্ নতুন দিকনির্দেশনা দিতে শু করেন। তাঁর এখানকার কাজগুলো থেকে বোঝা যায়, এসময় তিনি ইতালীয় শৈলীতে পুরোপুরি মগ্ন ছিলেন, আর্কেঞ্জেলো করেল্লি (Arcangelo Corelli, ১৬৫৩ - ১৭৩০) এবং আন্তোনিও ভিভাল্‌দির (ট্টহ্বপ্স্নহ্মপ্স ন্ত্বভ্তম্নপ্স দ্দন্ধ্রপ্তস্তুন, ১৬৭৫ - ১৭৪১) কাজগুলো লক্ষ করেছিলেন গভীর অভিনিবেশ - সহযোগে। সবকিছু ভালোভাবেই চলছিল, কিন্তু ১৭১৯ সালে প্রচণ্ড এক মানসিক আঘাত পেলেন বাখ্। কার্লসবাড থেকে এক সফরশেষে ফিরে এসে দেখলেন সেদিনই অনুষ্ঠিত হয়েছে তাঁর স্ত্রী মারিয়া বারবারার শেষকৃত্যানুষ্ঠান। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বাখের প্রথম স্ত্রী।

এই সময়েই প্রিন্স লিপল্ড এমন এক রমণীকে বিয়ে করলেন, যিনি আনন্দ আর ফুর্তিতে থাকতে খুব পছন্দ করলেও সংগীত তাকে সে-রকম আনন্দ দিতে পারত না। প্রিন্সও ইদানীং বাখ্‌কে আর সময় দিতে পারছিলেন না। ফলে তিনি বুঝলেন, এখানকার পাট চুকিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে তাঁর। কিন্তু প্র্ন হচ্ছে, কোথায় যাবেন তিনি? তাঁর যে - পেশা তাতে হঠাৎ করে কোনো পদ খালি পাওয়া মুশকিল। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কারো মৃত্যু না হলে কোনো পদ খালি হতো না। এদিকে বাখ্ নিজে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। বিশ বছর বয়েসি তাঁর স্ত্রীর নাম অ্যানা ম্যাগ্‌ডালেনা উল্‌কেন (১৭০১-৬০), এক সংগীতশিল্পীর কন্যা; তিনি নিজেও ছিলেন একজন কণ্ঠশিল্পী, হার্পসিকর্ড বাদক। তবে দৃঢ়চেতা, বিবেচনাবোধসম্পন্ন সেই

মহিলার সামলে রাখা, এমন এক পরিবার যে - পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তানটির বয়স তখন বারো। এ- কথা অনেকেই আজ জানেন যে বাখের দ্বিতীয় স্ত্রী তার সংগীতশিক্ষার জন্যে স্বামীর কাছে বিপুলভাবে ঋণী, এবং তিনি এই ঋণ প্রায় পুরোটাই পরিশোদ করেছিলেন বাখের সংগীতের স্বরলিপির অনুলিপি তৈরি করে দিয়ে। একটাপর্যায়ে তাঁর হাতের লেখা স্বামীর হাতের লেখার এমনই অনুরূপ হয়ে ওঠে যে, সে - দুটোকে পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তিনি কেবল বাখের স্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন একজন অনুপম সঙ্গীত এবং বিশ্বস্ত সহকারী।

১৭২২ সালে সম্ভাবনা দেখা দিলো লিপজিগেগর টমাস স্কুলে একটি চাকরি পাওয়ার। এবং বাখ্‌কে এই শর্তে চাকরিটা দেওয়া হলো যে, তাঁর সংগীত যেন খুব নাটকীয় গুণসম্পন্ন না হয়, এবং তিনি যেন তার কর্মক্ষেত্রে সবার সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন; তাছাড়া এও বলা হলো, তিনি স্কুলের স্কলারদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে শিক্ষা দেবেন, এমন সংগীত শেখাবেন, যা খুব ভাসা ভাসা নয় আবার খুব আড়ম্বরপূর্ণও নয়। সর্বোপরি স্কুল কাউন্সিল যেন তাঁর কাছ থেকে তাঁর যোগ্য মর্যাদালাভে বঞ্চিত না হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, এই কাউন্সিলের একজন সদস্য ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন বাখ্‌কে একজন মাঝারিমাপের প্রতিভা হিসেবে গণ্য করার কারণ! তো, ১৭২৩-এ ক্যান্টর বা সংগীতাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন বাখ্‌। এবং তিনি বাকি জীবন, দীর্ঘ ২৭ বছর, এই পদেই চাকরিরত ছিলেন।

একটি অগাস্টিনীয় প্রতিষ্ঠান হলেও টমাস স্কুলটি নিয়ন্ত্রণ করত নগর পৌরসভা, এবং তার শঙরের গির্জায় কয়ার সরবরাহ করত। এখানেও বাখ্‌কে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিতে হলো এবং ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। একটি ঘটনায় তাঁর খ্যাতির স্বরূপটি হয়তো বোঝা যাবে। প্রুশিয়ার ফ্রেড্‌রিক দ্য গ্রেট অনেকদিন ধরেই বাখের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলেন, এবং বাখ্‌ও সে - কথা শুনেছিলেন। ১৭৪৭ সালে সম্রাটের সেই ইচ্ছে পূরণ করতে পট্‌সডামে হাজির হলেন তিনি। যে - সন্ধ্যায় বাখ্‌ কোচে করে সেখানে পৌঁছলেন, ফ্রেড্‌রিক তখন একটি ব্যক্তিগত কনসার্টে যোগ দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। একজন ভৃত্য সম্রাটকে শহরে বাখের আগমনের সংবাদ দিতে ফ্রেড্‌রিক আর সময় নষ্ট করলেন না; সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন বাখ্‌কে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে। কনসার্ট মুলতুবি করা হলো। সম্রাট আর তাঁর অতিথি কিছু নতুন কি - বোর্ড পরিদর্শন করলেন এবং বাখ্‌ উপস্থিতমতো সেগুলো বাজিয়ে ফ্রেড্‌রিককে যথেষ্ট আনন্দ দান করলেন। বাখ্‌ তখন সম্রাটকে একটি থিম বাজানোর অনুরোধ করলেন তিনি তা রক্ষা করলেন এবং পরে বাখ্‌কে অনুরোধ করলেন ওই থিমটিকেই বাখ্‌ যে ছয়টি অংশে বিভক্ত একটি ফিউগ হিসেবে বাজিয়ে শোনান। কি - বোর্ড যন্ত্রের এক পরম কুশলীবাদক বাখ্‌ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই করলেন কাজটি। লিপযিগে ফিরে তিনি সেই থিমটি নিয়েই পড়লেন আবার। এবং বাঁশির জন্যে একটা বড়সড় অংশ যোগ করে রচনা করলেন একটি সুর। তারপর ফ্রেড্‌রিককে উৎসর্গ করে সেটা তাঁর কাছে পাছিয়ে দিলেন।

বিষয়টি খানিকটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একথা সত্যি যে, বাখের জীবদ্দশায় তাঁর সংগীত খুব বেশি খ্যাতি অর্জন করেনি। তাঁর রচিত সংগীতের খুব সামান্য অংশই প্রকাশিত হয়েছিল তখন, এবং সুরস্রষ্টা নয়, বরং একজন অরগানবাদক হিসেবেই বেশি পরিচিতি ছিল তাঁর। ১৭৫০ সালের ২৮ জুলাই তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যে লোকে তাঁকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল বলা চলে। অবশ্য ১৭৮০-র দশকেও যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন অন্তত কম্পোজারদের কাছে, তার প্রমাণ রয়েছে। সে - সময়ে, অস্ট্রিয়া অভিজাতবংশীয় ব্যারন ভ্যান সুইটেন তাঁর বাড়িতে ধ্রুপদী কনসার্টের আয়োজন করলে বাখের সংগীতই সেখানে সবচেয়ে বেশি বাজানো হয়েছিল। মোৎসার্ট খুব উৎসাহ নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর বাবাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন 'হ্যান্ডেল আর বাখ্‌ ছাড়া কিছুই বাজানো হচ্ছে না।' বিটোভেন সেই অনুষ্ঠানে তাঁর বাদন শেষ করেছিলেন বাখের ফিউগগুলোর মধ্যে সুনির্বাচিত কয়েকটি ফিউগ দিয়ে। উল্লেখ্য, সুইটেনের সেই পরিশীলিত এবং শ্রদ্ধা উদ্রেককারী কনসার্ট দিয়েই আসলে সূত্রপাত ঘটেছিল আধুনিক কনসার্ট অনুষ্ঠানের ব্যাপার। সে যাই হোক, সাময়িক বিস্মৃতির পর উনবিংশ শতাব্দীর কমপোজাররা, বিশেষ করে জার্মানির ফিলিক্স মেন্ডেলসন বার্থোলডি (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, ১৮০৯ - ১৮৪৭) তাঁকে পুনরাবিষ্কার করেন, বাখের মৃত্যুর সত্তর বছরেরও অধিককাল পর ১৮২০ -এর দশকে প্রথম জনসমক্ষে এই সুরস্রষ্টার 'সেন্ট ম্যাথু প্যাশন' (সংগীত এবং কথার সাহায্যে যিশুখ্রিষ্টের জীবনকাহিনী) পরিবেশন করা মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে অবশ্য বাখের জনপ্রিয়তায় তেমন ভাটা পড়েনি। এবং তিনিই হচ্ছেন সেসব সুরস্রষ্টা বা কমপোজারের মধ্যে প্রথম যাঁরা তঁ

াদের মৃত্যুর পরে আকাশচুম্বী খ্যাতি পেয়েছেন। ২০০০ সাল ছিল বাখের মৃত্যুর আড়াইশো বছর পূর্তির বছর। সেই - উপলক্ষে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাখের সংগীত নিয়ে শু হয়েছিল এলাহি কাণ্ড- কারখানা। আনদ্রাস শিফ, টন কুপম্যান এবং ত্রিস্টিয়ান টেজলাফের মতো বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী, বাদক এবং বাখ্ - বিশেষজ্ঞরা এই মহান সুরস্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তাঁর সংগীত বাজিয়ে, গেয়ে। এছাড়া, বিখ্যাত সংগীত কোম্পানি টেলডেক 'বাখ্, ২০০০' সংস্করণ নামে একশো তেপ্পান্নটি সিডি-র একটি বিশাল রেকর্ডিং প্রকাশ করছে।

অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন বাখ্, এবং তাঁর কাজের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে চার্চ মিউজিক বা ধর্মীয় সংগীত। এবং এসবের মধ্যে মাইনর স্কেলে রচিত মাস্টিকে (mass) (ওপাস বা কাজ নম্বর ২৩২) তাঁর ধর্মীয় সংগীতের মধ্যে সের া বলে গণ্য করা হয়। কেরালা (choral) এই কাজটি ১৭৩৩ সালে রচিত। তবে তাঁর রচিত যন্ত্রসংগীত। যেমন ভায়ো লিন কনচার্টোগুলো, ৬টি ব্রান্ডেনবার্গ কনচার্টো,৪৮টি প্রিলিউড এবং ফিউগ, 'দি আর্ট অভ্ দ্য ফিউগ' এবং অন্যান্য ক াজও শ্রোতাদের আনন্দে উদ্বেলিত করে। সঠিক অনুভূতিসম্পন্ন,ফর্মের দিক থেকে সূক্ষ্ম তাঁর সংগীত এমন এক প্রশান্তত ায় ভরা, যে কেবল প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস এবং শাশ্বত মুক্তির অনুপ্রেরণা থেকে এসেছে। তাঁর সংগীতে সংঘাতের কোনো চিহ্ খুঁজে পাওয়া যায় না; হতাশা যদি থাকে তবে সেইসঙ্গে রয়েছে আশাও। বাখ্ যেমন দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি ছিলেন বিনয়ী। তাঁর বন্ধু জে এ বার্নবাম জানাচ্ছেন বাখ্ নিজেই একবার বলেছিলেন, 'পরিশ্রম এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আমিও যা অর্জন করেছি তা খানিকটা প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা এবং দক্ষতাসম্পন্ন অন্য যে কেউই অর্জন করতে সক্ষম।'

বাখের পুত্রদের মধ্যে চারজন সংগীতজ্ঞ হিসেবে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন ইউলহেম ফ্রিডম্যান বাখ্ (১৭১০-১৭৮৪); কার্ল ফিলিপ ইমানুয়েল বাখ্ (১৭১৪-১৭৮৮) -- সি পি ই বাখ্ নামেই তিনি বেশি পরিচিত এবং এর গভীর প্রভাব ছিল বিটোভেন এবং হেউডেনের ওপর, তাছাড়া সিম্ফনির বিকাশেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে; 'লন্ডন ব াখ্' নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি, জীবনের বেশির ভাগ সময়ে ওই শহরটিতে বাস করার কারণে। এরপর আছেন ইংল্য ান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের পরিবারের সংগীতশিক্ষক যোহান ত্রিস্তফ ফ্রিডরিশ বাখ্ (১৭৩২-১৭৯৫), অনুমান করা হয়, তাঁর বাবার খ্যাতির ছায়ার কারণেই তাঁর নিজের সংগীতপ্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনি; এবং সবশেষ জন হচ্ছেন যোহান ত্রিস্টিয়ান বাখ্ (১৭৩৫-১৭৮২)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাখের জীবন এবং কাজের ওপর যে - রচনা এখানে অত্যন্ত উঁচুমানের বলে গণ্য করা হয় সেটি বিখ্যাত চিন্তাবিদ, এ-শতকের এক বিস্ময়কর প্রতিভা আলবার্ট শোয়াইটজারের (১৮৭৫-১৯৬৫) লেখা। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত বাখ্ নামের ৪৫৫ পৃষ্ঠার সেই গ্রন্থটি শোয়াইটজার রচনা করেছিলেন ফরাসি ভাষায়; পরে তিনি নিজেই সেটার জার্মান ভাষান্তরে হাত দেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁর ধারণা জন্মে যে, নিজের লেখা বইটি তাঁর পক্ষে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়, অতঃপর তিনি জার্মান ভাষাতেই বইটি নতুন করে লেখেন এবং সেটার কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৪৪ পৃষ্ঠায়। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। ১৯১১ সালে আর্নেস্ট নিউম্যান বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন; এবং সেই অনুবাদে, শোয়াইটজারের অনুরোধে, নিউম্যানকে অনেক কিছু পরিবর্তন- পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে হয়েছিল।

।। বাখের জীবন এবং কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।।

জাতীয়তা জার্মান

জন্ম আইসেনাখ ১৬৮৫

মৃত্যু লিপযিগ ১৭৫০

স্পেশালিস্ট জাঁর জার্মান প্রোটেস্টান্ট লিটার্জির জন্যে ধর্মীয় সংগীত, বিশেষত ক্যানটাটা, যন্ত্রসংগীত এবং কি - বোর্ড মিউজিক।

প্রথান কাজসমূহ 'ব্র্যান্ডেনবার্গ কনচার্টো' ৬টি (১৭২১); 'অর্কেস্ট্রাল সুইট' ৪টি; 'হার্পসিকরর্ড কনচার্টো' ৭টি; 'ভায়ো লিন কনচার্টো ৩টি; গোল্ডবার্ঘ ভ্যারিয়েশন্স' (১৭২২); 'দ্য ওয়েলটেম্পার্ড ক্ল্যাভিয়ার' (১৭২২-৪৪); ''দুশোরও বেশি ক্যানটাটা সেন্টজন প্যাশন' (১৭২৩), 'সেন্ট ম্যাথু প্যাশন' (১৭২৯); 'ক্রিস্টমাস ওরাটরিও' (১৭৩৪); 'ইটালিয়ান কনচার্টো' (১৭৩৫); 'দ্য মিউজিকাল অফারিং' (১৭৪৭); 'মাস্ ইন বি মাইনর' (১৭৪৯); 'দ্য আর্ট অভ্ ফিউগ

(১৭৫০)।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com